গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর ০২, ঢাকা ১২১৬।
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং: ৩৮.০১.০০০০.৭০০.৯৯.০০৩.১৮- 882/69   তারিখ: 20 আশ্বিন ১৪২৭ / 05 অক্টোবর ২০২০

বিষয়: বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) এর নীতিমালা ও অর্থ ব্যবহার বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্রঃ ৩৮.০১.০০০০.০১৪.১৪.০০৭.২০-৩৫, তারিখ- ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে প্রাপ্ত পত্রের (কপি সংযুক্ত) আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) এর নীতিমালা ও অর্থ ব্যবহার বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, ৪(খ) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সমন্বিত প্রতিবেদন জরুরি ভিত্তিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বরাবর হার্ড ও সফট কপি (dirplandpe@gmail.com, ddplandpe@gmail.com) আকারে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

৫/১০/২০২০
(ড. মোঃ নূরুল আমিন চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (পরি. ও উন্ন.)
ফোন: ৫৫০৭৫০৩২।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ---- (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট

স্মারক নং: ৩৮.০১.৯১০০.০০০.১৪.১০৩.২০.২০৬০(১৭)   তারিখ: ০৬/১০/২০২০খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

১। উপপিরচালক (পরি: ও উন্ন:), প্রাশিঅ, ঢাকা।
২। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা ,সিলেট বিভাগ , সিলেট।
৩। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (.......................), সিলেট।
৪। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ---------------------(সকল), সিলেট। মূল পত্রের মর্মানুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রদত্ত স্লিপ ফান্ড খরচের/ব্যয়ের এবং সম্পাদিত কাজ ও কাজের মান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিকশব্যান ফন্টে প্রস্তুতপূর্বক আগামী ১১/১০/২০২০খ্রি. তারিখ বিকাল ৩.০০ঘটিকার মধ্যে এই অফিসের ই-মেইল যোগে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি এবং হার্ডকপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫। সংরক্ষণ নথি।

৬/১০/২০২০
মোঃ বায়েজীদ খান
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা

বিষয়: বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) এর নীতিমালা ও অর্থ ব্যবহার বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

	মোঃ আকরাম-আল-হোসেন সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০
সভার সময়	বিকাল ২.৩০ ঘটিকা
স্থান	সভা কক্ষ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা হলো।

১। সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর তিনি বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) এর উদ্দেশ্য, ব্যবহার ইত্যাদির পটভূমি উল্লেখ করে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে আহ্বান জানান। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, আজকের সভার বিষয়বস্তু মূলত: ২ ভাগে বিভক্ত; প্রথমত: গত অর্থ বছরে (২০১৯-২০) সারাদেশে স্লিপ ফান্ডের আওতায় যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়ন। দ্বিতীয়ত: চলতি অর্থ বছরে (২০২০-২১) স্লিপ ফান্ডের বরাদ্দকৃত অর্থ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুন: খোলার পূর্বে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

২। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, স্লিপ ফান্ডের অর্থ সঠিক ও যথাযথভাবে ব্যবহার করার নিমিত্ত Mechanism develop করা প্রয়োজন। যেমন কোন স্কুলে কাজ শুরু করার আগের ছবি তুলে কাজ শুরু করবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্তির পর ছবি তুলে রাখবে। তাহলে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কতটুকু মানসম্মত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, তার একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে। এসব তথ্য যথাযথভাবে মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, তিনি ৪টি স্কুল পরিদর্শন করেছেন। গত ১০ বছরে স্কুলগুলোতে কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা অফিসের পরিবেশ খুব খারাপ। তাছাড়া, কোন সিনিয়র অফিসার স্কুল মনিটরিং এ যাননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, মেন্টরগণ প্রতিমাসে ১ বার নির্ধারিত এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন। তাহলে উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হবে এবং কাজের পরিবেশ ফিরে আসবে।

যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) বলেন, স্লিপ ফান্ড ব্যবহার করার জন্য বছরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসরণ করে মনিটরিং করলে তা খুব কার্যকরী হতে পারে। তাছাড়া প্রতি বছর কী কী কাজ করা হয়েছে তা নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখা যেতে পারে। একটি স্টক রেজিস্টার maintain করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) স্লিপ ফান্ডের অর্থ ব্যয় মনিটরিং করার প্রসঙ্গে সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রদত্ত স্লিপ ফান্ড খরচের/ব্যয়ের এবং কাজের মান সম্পর্কে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আগামী ৩০/০৯/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এর সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার অধিক্ষেত্রের ১০০%, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২৫% এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ১০% বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করে সম্পাদিত কাজ ও কাজের মান সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার অধিক্ষেত্রের সকল বিদ্যালয়ের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের আলোকে) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এর নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একটি সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পেশ করতে পারে। পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের সকল জেলার একটি সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (সুস্পষ্ট মতামতসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৩। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্কুল পুন:খোলা এবং চলতি অর্থ বছরের স্লিপ ফান্ডের অর্থ ব্যয়ের খাত নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব বলেন, স্কুল পুন:খোলার বিষয়ে কি কি নির্দেশ পালন করতে হবে, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে হতে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালন করে স্কুল পুন: খোলা হবে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলেন, স্লিপ ফান্ডের অর্থ কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করা যাবে তা স্লিপ ফান্ড নির্দেশিকার ২০.৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আর কি কি বিষয় এখানে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করে গত ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কী কী জিনিস ক্রয় করতে হবে তা নিয়ে স্লিপে বর্ণিত কমিটি একটি পরিকল্পনা তৈরী করবে। তাছাড়া স্লিপের নির্দেশিকায় বর্ণিত মূল বিষয়গুলো লিফলেট আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে এবং এর ওপর প্রধান শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

৪। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এর সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তার অধিক্ষেত্রের ১০০%, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২৫% এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ১০% বিদ্যালয়ে সম্পাদিত কাজ, কাজের মান ও পরিমাণ পরীক্ষা করবে।

(খ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রদত্ত স্লিপ ফান্ড খরচের/ব্যয়ের এবং কাজের মান সম্পর্কে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আগামী ৩০/০৯/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৫ অক্টোবর ২০২০ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (সুস্পষ্ট মতামত/মন্তব্যসহ) পেশ করবে।

(ঘ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্লিপ ফান্ডের অর্থ কোন্ কোন্ খাতে ব্যবহার করা যেতে পারে এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হবে।

(ঙ) স্লিপ ফান্ডের নির্দেশিকায় উল্লিখিত মূল বিষয়গুলো লিফলেট আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং এর ওপর প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(চ) চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের স্লিপ ফান্ড ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাজের আগের ও পরের ছবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) সম্পাদিত কাজের একটি প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.০০৭.২০.৩৫

তারিখ: ৬ আশ্বিন ১৪২৭